জামুড়িয়ার আদিবাসী-গণের শিক্ষাগত যোগ্যতার হার ও বিশ্লেষণ।

Name - Sukla Maji

College Roll No- BA/172

Reg No - 113211210051

of 2021-22

Teacher's Signature .....

Raniganj Girls' College

Course Name: Environment Studies

Course Code: AEE101

Topic of the project: Effect of population growth in India

A Project Report

Submitted by Semester-I students (Academic Year 2021-22)

Name of the student	Registration Number
ANANYA CHATTERJEE	113211210037
PRIYANKA ROY	113211210013
SUKLA MAJI	113211210051
PUNAM GHOSH	113211210060
PUJA OJHA	113211210022
PUJA RUIDAS	113211210122
SNIGDHA BOURI	113211210074

CERTIFICATE

This is to certify that this project titled "Effect of population growth in India" submitted by the students for the award of degree of B.A. Honours/ Program is a bonafide record of work carried out under my guidance and supervision.

Name of the student	Registration Number
ANANYA CHATTERJEE	113211210037
PRIYANKA ROY	113211210013
SUKLA MAJI	113211210051
PUNAM GHOSH	113211210060
PUJA OJHA	113211210022
PUJA RUIDAS	113211210122
SNIGDHA BOURI	113211210074

Place: Raniganj

Date: 18.03.2022

S. Mitra

Associate Professor, Department of Economics

Signature of the supervisor with designation and department

Kazi Nazrul University

Asansol West Bengal - 713340

REGISTRATION CERTIFICATE

This is to certify that SUKLA MAJI

Son/Daughter of SWAPAN KR MAJI

of RANIGANJ GIRLS' COLLEGE

is registered as a student of this University,

His/Her registration number is 113211210051 *of* 2021-22

Registrar

সূচিপত্র

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	১
২.	ভূমিকা	২
৩.	পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল	৩ - ৫
৪.	সমাধান ও মতামত	৬ - ৮
৫.	উপসংহার ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার	৯ - ১০
৬.	গ্রন্থ পঞ্জি	১১

Teacher's Signature ....

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ এই প্রকল্পটি করার উদ্দেশ্য হল বর্তমান সময়ে শিক্ষার প্রসার কতটা বেড়েছে মানুষ কতটা উন্নত হয়েছে। আমরা দেখতে পায় শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের নিরক্ষরতার হার বেশি। পারিবারিক দারিদ্রের কারনে বহু বিদ্যালয়মুখী কম বয়সের ছেলে মেয়েরা অর্থের জন্য কাজ করতে বাধ্য হয়। তাছাড়াও আমাদের দেশে এখনও প্রাচীন প্রথা ও অন্ধকুসংস্কারের ছাপ কিছুটা রয়ে গেছে, যা নারীশিক্ষার পথে বাধা হয়ে দাড়ায়। মেয়েদের কে নাম মাত্র কয়েক ক্লাস পড়িয়ে তাদের ইচ্ছা, আকাঙ্খার মূল্য না দিয়ে বিয়ের উপযোগী করে তোলা হয়। গ্রামাঞ্চলে ও অনুন্নত জাতি - উপজাতিদের মধ্যে এই প্রবনতা অধিক মাত্রায় দেখা যায়। বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আইন থাকলেও বহু ক্ষেত্রেই তা মানা হয় না। এর প্রধান কারন হল পরিবারে দারিদ্র এবং পিতা মাতার অশিক্ষা ও অক্ষমতা। প্রথমত সরকারকে শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। পরিবারে যারা নিরক্ষর তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি ও সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই একটা শিক্ষিত সমাজ গড়ে উঠবে। তাই এই প্রকল্পটির মাধ্যমে আমি, আমার এলাকার অধিবাসিগনের শিক্ষাগত যোগ্যতার একটি সমীক্ষা তৈরি করছি।

ভূমিকাঃ

শিক্ষা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃত 'শাস' ধাতু থেকে। সাধারনভাবে বলা যায় মানুষের আচার আচরনের কাঙ্ক্ষিত, বাঞ্ছিত এবং ইতিবাচক পরিবর্তনই হলো শিক্ষা। শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো জ্ঞানার্জন করা। জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই মানুষের বিভিন্ন দিকে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। মানুষের চিন্তাশক্তির বিকাশলাভ তখনই সম্ভব হয় যখন মানুষ জ্ঞানার্জন করে। জ্ঞান অর্জন করলে যেমন ব্যাক্তির মানসিক উন্নতি হয় তেমনই নানাভাবে ব্যবহারিক দিকেও উন্নতি হয়। তাই শিক্ষার প্রয়োজনীতা অপরিসীম। আমরা সঠিক ভাবে শিক্ষা গ্রহন করলে পরিবেশের ক্ষতিকর বিষয়াদী সম্পর্কে জানবো, কিভাবে প্রানীজগৎ ধ্বংস হচ্ছে, পরিবেশ দূষন হচ্ছে প্রভৃতি বহু বিষয়ে আমরা জ্ঞান লাভ করতে পারবো। তাই প্রতিটি মানুষের শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন।

ভারতে সাক্ষরতা ও নিরক্ষরতার হারঃ

১৯৪৭ এ স্বাধীনতা কালে মাত্র ১২.০০ শতাংশ থেকে প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০১৮-এ ৭৪.৩০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সাক্ষরতার মাপে ভারত পৃথিবীর ১২২ তম দেশ। বহু দশক ধরে সাক্ষরতার অভিযান চালানোর পরও ভারতে আজও ২৮ কোটি ৬০ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ নিরক্ষর। এই নিরক্ষরদের মধ্যে বেশির ভাগই মহিলা — এবং এই পরিস্থিতির জন্য ভারতীয় সমাজের লিঙ্গ বৈষম্য এবং নীতি নির্ধারনের ত্রুটিকেই বিশেষজ্ঞরা দায়ী করেছেন।

পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল ঃ

আমি, আসানসোল পৌরনিগমের অধীন জামুড়িয়ার ৫ নং ওয়ার্ড এ বসবাস করি। এই এলাকার মানুষের শিক্ষা গত যোগ্যতা পর্যবেক্ষন করে তার তথ্য সংগ্রহ করেছি। নিম্নলিখিত সারণিটির মাধ্যমে নারী এবং পুরুষের সংখ্যা ও তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে ধারনা পাওয়া গেছে।

শিক্ষা সারণি

শিক্ষাগত স্তর	মোট উপজাতি	পুরুষের সংখ্যা	নারীর সংখ্যা	মোট অনুপাত 1cm=10% জনসংখ্যা
নিরক্ষর	৪২	১৭	২৫	৪.২
প্রাইমারি	৭২	৩৫	৩৭	৭.২
মাধ্যমিক	৬৬	৩২	৩৪	৬.৬
উচ্চমাধ্যমিক	৬৩	৩০	৩৩	৬.৩
স্নাতক	৪৯	২১	২৮	৪.৯
স্নাতকোত্তর	২৯	১২	১৭	২.৯
অন্যান্য	১৯	১১	৮	১.৯

উপরের তালিকাটি থেকে আমরা জানতে পারলাম যে জামুড়িয়া ৫ নং ওয়ার্ডে শিক্ষার হার কিছুটা বেশি হলেও নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার হার অনেকটাই কম।

এখানে প্রায় ৪২ জন নিরক্ষর রয়েছেন তার মধ্যে ১৭ জন পুরুষ এবং ২৫ জন নারী। পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা অনেকটাই বেশি। পারিবারিক দারিদ্রের কারনে অল্পবয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়া পরবর্তি কালে আর শিক্ষার সুযোগ ঘটেনি, এখানে স্নাতক স্তরে শিক্ষার হার অনেকটাই কম। এর প্রধান কারন হল

উলম্ব স্কেল – 1cm = 10% জনসং

অনুভূমিক স্কেল 1cm = 1 টি শিক্ষা
স্তর

দারিদ্রতা এবং দ্বিতীয়ত জামুড়িয়ার নিকটবর্তী স্থানে কোনো কলেজ নেই, তাই শিক্ষার্থীদের স্নাতক স্তরে পড়ার জন্য আসানসোল অথবা রানীগঞ্জে যেতে হয়, এই কারনেই অনেক বাবা-মা তাদের সন্তানদের কলেজে পড়াতে পারেন না।

শিক্ষা ও বেকারত্ব সম্পর্কে এলাকার মানুষের ধারনা:

মানুষ জন মনে করেন করোনার কারনে দীর্ঘদিন স্কুল কলেজ বন্ধ থাকায় শিক্ষার হার অনেকটাই কমে গিয়েছে, অনলাইন এবং বিকল্প পদ্ধতিতে উদ্যোগ থাকলেও অনেকের কাছে আর্থিক কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠে না।

এছাড়াও আমাদের দেশে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে বেকারত্ব, বর্তমানে তা ভয়ঙ্কর আকার ধারন করেছে, এখন শিক্ষিত যুবক যুবতীদের চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে কোনো নিশ্চিয়তা নেই, অকারণে চাকরি হচ্ছে এখন 'অমৃত তুল্য', বর্তমানে স্নাতকোত্তর লাভ করলেও চাকরি অনিশ্চিত থাকে, ডক্টরেট করা যুবক-যুবতীরা পর্যন্ত চাকরির খোঁজে দিকবিদিক ঘুরে বেড়ায়, 'বেকার' সমস্যার ফলে দেশে বিপুল পরিমানে অপমৃত্যু ঘটছে, সকল সমস্যার মতো বেকারত্বের সমাধান দরকার, কিন্তু ভারতে বেকারের সংখ্যা এতই বেশি যে সরকারের কোনো প্রচেষ্টায় বেকারত্বকে দূর করা সম্ভব নয়, তাই জনসাধারনকে এগিয়ে আসতে হবে অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য।

পরিবেশ দূষন সম্পর্কে এলাকার মানুষের ধারনা :

পরিবেশ দূষনের প্রধান কারন হল বনাঞ্চল ধ্বংস যার ফলে বাতাসে বৃদ্ধি পাচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লুরো কার্বনের মত বিষাক্ত গ্যাস। পরিবেশে যে ভাবে দূষন বাড়ছে তাতে প্রতিটি মানুষকে গাছ লাগাতে হবে। জামুড়িয়া এলাকায় পরিবেশের চিত্র খুবই শোচনীয়, কারন ছোট বড় একাধিক কারখানা নিয়ে গড়ে উঠেছে জামুড়িয়ার শিল্প তালুক। কারখানার মালিক পক্ষ অতিরিক্ত মুনাফা লাভের জন্য কারখানা গুলিকে অবৈজ্ঞানিক ভাবে পরিচালনা করছে যার ফলে কারখানা থেকে বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হচ্ছে। এই বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে জনসাধারনের মধ্যে ফুসফুসে ক্যান্সার, শ্বাসকষ্ট, ব্রংকাইটিস জাতীয় বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে।

সমাধান ও মতামত:

বর্তমানে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে একটি দেশের উন্নতি নির্ভর করে তার জনসাধারণের উপরে। কিন্তু ভারতের আজ প্রায় ৩৫ কোটি মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু সাক্ষরতা সে হারে বৃদ্ধি পায়নি। কারণ এখন আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিতেই আছে গলদ। রবীন্দ্রনাথের মতে, "নতুন বোতলে ঢালাই করি- তেছি সেই পুরাতনের ছাঁচে"। আমাদের লজ্জার বিষয় এই যে ভারতে বহু মানুষ নিজের নাম লিখতে জানে না, টিপসই করে তাদের চালাতে হয়। অশিক্ষাকে বজায় রেখে কোন দেশ উন্নতি করতে পারেনা। আমাদের দেশে অধিকাংশ কৃষকরা নিরক্ষরতায় ডুবে রয়েছে, তারা মান্ধাতা আমলের পদ্ধতিকে অনুসরণ করে চলে, তাদের ভাবনা চিন্তার মধ্যে কুসংস্কার ঢুকে রয়েছে। তাই আমাদের ছাত্রসমাজের উচিত এই সমস্ত কৃষকদের জন্য যারা মান্ধাতা আমলের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন তাদেরকে বের করে আনা নতুন যুগে।

নিরক্ষরতার অন্ধকারকে দূর করতে হলে জাতি - ধর্ম - বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। এজন্য চাই গণশিক্ষা, সার্বজনীন শিক্ষা।

প্রথম কথা হল অক্ষরজ্ঞান, যেমন একটি প্রদীপ থেকে অনেক প্রদীপ জ্বালানো যায় তেমনি আমরা যদি একজনকে শিক্ষিত করতে পারি অথবা তার নিরক্ষরতা দূর করতে পারি ফলে একজনের থেকে আরও অনেকে শিক্ষিত হতে পারবে ও আমাদের দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর হবে। আমাদের দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি ও সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ করার জন্য দুভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। এক, বালক-বালিকাদের ১৪ বছর পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা যথাযথ ভাবে কার্যকরী করা। দুই, সমাজের বয়স্ক নিরক্ষর মানুষদের সাক্ষর করার জন্য বিভিন্ন স্থানে নৈশ্য বিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, পাঠ্যবই বিতরণ ইত্যাদি কর্তব্য গ্রহণ করতে হবে। যাতে বর্তমানের একটি শিশুও ভবিষ্যতে নিরক্ষর মানুষ না হয়ে উঠে। জাতিকে নিরক্ষরমুক্ত করতে হলে নারীদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। একজন শিক্ষিত মা-ই তার সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারেন। সম্রাট নেপোলিয়ন বলেছেন, "Give me a good mother I will give you a good nation"। একটি শিশুর প্রাথমিক শিক্ষাদানের সবচেয়ে প্রথম ও সহজতম মাধ্যম হল তার পরিবার। পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্য কর্মের পেছনে নারীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান কাজ করে। এজন্য সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে, সমাজকে শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হলে নারী শিক্ষার পেছনেও গুরুত্ব দিতে হবে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকার ইতিমধ্যে কোনকিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গুলোও এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। ২০০৯ সালে শিক্ষার অধিকার আইনটি গঠিত হয়। ৬-১৪ বছর বয়সি সকল শিশুর জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। সরকার খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। তাছাড়া কার্টুনের মাধ্যমে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু তথ্য এবং টেলিভিশন, মোবাইলে প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার ব্যাপক কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। এছাড়া মেয়েদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা পরিচালনা করে আসছে। এখন মাধ্যমিক স্তর

পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণ ও নানা রকম উপবৃত্তি সুবিধা চালু করেছে মানুষকে শিক্ষামুখী করতে।

শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মুখী করার জন্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ :-

১. সবুজ সাথী প্রকল্প ২. কন্যাশ্রী প্রকল্প
৩. রূপশ্রী প্রকল্প
৪. মিড - ডে
৫. বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও
৬. কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়

ছাত্র - ছাত্রীদের বিদ্যালয়মুখী করার জন্য ২০১৫ সালে সরকারের একটি উদ্যোগ হলো সবুজ সাথী প্রকল্প। ২০১৩ সালে কন্যাশ্রী প্রকল্পের সূচনা হয়। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল মেয়েদের বাল্যবিবাহ বন্ধ করা, ১৩ - ১৮ বয়স পর্যন্ত বার্ষিক ১০০০ টাকা এবং ১৮ বছরের পর এককালীন ২৫০০০ টাকা দেওয়া হয়, দরিদ্র ঘরের মেয়েদের যাতে টাকার অভাবে পড়াশোনা বন্ধ না হয় তার জন্য আর্থিক সাহায্য করাই এর আরেকটি প্রধান কারণ। বিভিন্ন প্রকল্প চালু হবার পর শিক্ষার্থীদের স্কুল ছুটের হার অনেকটাই কমে গিয়েছে, বাংলার মানুষ মেয়েদের সাক্ষরতা ও শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। দরিদ্র মানুষেরা মেয়েদের মৌলিক শিক্ষার পরিবর্তে বিয়ে করার কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। অনেক অল্পবয়সী মেয়েরা উন্নত এবং স্বাধীন জীবনের জন্য তাদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করেছে এবং পরিবারের জন্য উপার্জন কারী হয়ে উঠতে পেরেছে।

উপসংহার: আমাদের দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্প, আলোচনা, শোভাযাত্রা ইত্যাদি অনেক হয়েছে। প্রচুর অর্থও বরাদ্দ করা হয়েছে। অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও এগিয়ে এসেছে। ভারতে বহু গ্রামে গ্রামীন গ্রন্থাগারও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতি বছর ৮ই সেপ্টেম্বর সারা বিশ্বে "আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস" হিসাবে পালিত করা হয়। নিরক্ষরতা মুক্ত সমাজ হল স্বর্গতুল্য। এ হেন সমাজ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সরকার ও জনসাধারন উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে। স্বামীজী বলেছেন – "Real education is that which helps one to stand on his own legs". এই শিক্ষা থেকে কেউ যেন বঞ্চিত না হয়। সুতরাং প্রত্যেককেই স্মরন করতে হবে এই "সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের " রানীগঞ্জ গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ মাননীয় স্বর্ণেন্দু মিত্র স্যারকে, কারণ ওনার ঐকান্তিক সহযোগিতা ছাড়া আমার পক্ষে এই প্রকল্পটি সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। এবং ধন্যবাদ এই প্রকল্পটির "আমার এলাকার অধিবাসীগনের শিক্ষা গত যোগ্যতা বিশ্লেষনের মাধ্যমে একটি নতুন ধারনা তৈরির এবং পর্যবেক্ষনে নতুন কিছুর সুযোগ করার জন্য।

সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই আমার সহপাঠীদের এবং গ্রন্থাগারের শিক্ষাকর্মীদের যারা আমার প্রকল্পটি তৈরি করার ক্ষেত্রে কোনো না কোনো ভাবে সাহায্য করেছেন।

Page No.
Date

গ্রন্থ পঞ্জি

- শিক্ষা – উইকিপিডিয়া
- বিভিন্ন রচনার বই
- পরিবেশ শিক্ষা – ডা. দুলাল চন্দ্র সাঁতরা
- Elimination of literacy. gov.in
- পত্রিকা